বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

www.bteb.gov.bd

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.২০৪.২৯.০১১.২২-২০১৮ তারিখ: ১৬ মে ২০২২ খ্রি.

বিষয়: অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স (১ বছর মেয়াদি) শিক্ষাক্রমের প্রবিধান-২০২১ ওয়েবসাইটে আপলোড সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স (১ বছর মেয়াদি) শিক্ষাক্রমের প্রবিধান, ২০২১ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২২) খ্রি. শিক্ষাবর্ষ হতে "অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স" শিক্ষাক্রম পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হবে। প্রবিধান, ২০২১ এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স (১ বছর মেয়াদি) শিক্ষাক্রমের প্রবিধান, ২০২১

১৬/৫/২২

(প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন নম্বর: ০২-৫৫০০৬৫২৩
ইমেইল: bteb.director@gmail.com

পরিচালক/অধ্যক্ষ
অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স (১ বছর মেয়াদি)
শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.২০৪.২৯.০১১.২২-২০১৮(১০) তারিখ: ১৬ মে ২০২২ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব, (কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২. সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩-৬. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিচালক (কারিকুলাম)/পরিচালক (আইটিসি)/পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)
৮. অধ্যক্ষ/পরিচালক,সকল অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।
৯. চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১০. সংরক্ষণ নথি।

১৬.০৫.২০২২

(মুহ. আবদুর রাজ্জাক মিঞা)
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (শর্ট কোর্স)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ইমেইল: shortcourse128.bteb@gmail.com

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
৮/সি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
Website: www.bteb.gov.bd

অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স

(১ বছর মেয়াদি)

প্রবিধান-২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	শিক্ষাক্রমের নাম, মেয়াদ ও কাঠামো	০৩
২.	ভর্তির নিয়মাবলি	০৩
৩.	নিবন্ধন (Registration) -এর নিয়মাবলি	০৩
৪.	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পর্বের গুরুত্ব	০৪
৫,	মূল্যায়নের সাধারণ নিয়মাবলী	০৪
৬.	ধারাবাহিক মূল্যায়নের নিয়মাবলী	০৬
৭.	চূড়ান্ত মূল্যায়নের নিয়মাবলী	০৭
৮.	কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণ (অন জব ট্রেনিং)	০৮
৯.	পুনঃভর্তি	০৮
১০.	অনিয়মিত শিক্ষার্থী	০৮
১১.	সনদ প্রদান	০৯
১২.	পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলা বিধি	০৯
১৩.	প্রাধিকার	০৯

১. **শিক্ষাক্রমের নাম, মেয়াদ ও কাঠামো:**

১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পরিচালিত এ শিক্ষাক্রমের নাম হবে "অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স" (Advanced Certificate Course);

১.২ এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর;

(ক) এ শিক্ষাক্রম ১ম ও ২য় পর্ব (সেমিস্টার) এ বাস্তবায়ন করা হবে;

(খ) এ শিক্ষাক্রম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে;

(গ) বাস্তব প্রশিক্ষণ (শিল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি) ২য় পর্বে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ২য় পর্ব বোর্ড সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার পরে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ০৮ (আট) সপ্তাহ ব্যাপী বাস্তব প্রশিক্ষণ (শিল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি) -এ নিয়োজিত রাখতে হবে;

(ঘ) এ শিক্ষাক্রমের মোট ক্রেডিট সংখ্যা ৪০-৪৫ এর মধ্যে নির্ধারিত থাকবে।

১.৩ এ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) বিন্যাসে পাঠ্যবিষয়/বিষয়সমূহ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের অনুপাত হবে ৪০:৬০। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কম-বেশি হতে পারে;

১.৪ এ শিক্ষাক্রমের আওতায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত পাঠ্যসূচিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের পাঠ্য বিষয়/বিষয়সমূহের নাম, বিষয় কোড, ক্রেডিট সংখ্যা, মানবন্টন (নম্বর বিন্যাস) ও সাপ্তাহিক পিরিয়ড কোর্স স্ট্রাকচার (শিক্ষাক্রম কাঠামো) হিসেবে সন্নিবেশিত থাকবে;

১.৫ প্রতি পর্বের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কাল হবে ১৬ কার্য সপ্তাহ। প্রতি কার্য সপ্তাহে ৩০-৪০ পিরিয়ড ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। এক পিরিয়ড ক্লাসের সময়কাল হবে ৫০ মিনিট;

১.৬ এ শিক্ষাক্রমের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক ক্লাস যথাক্রমে T (থিওরি) ও P (প্রাকটিক্যাল) দ্বারা বোঝানো হবে। প্রতি ০১ (এক) পিরিয়ডের তাত্ত্বিক ক্লাস ০১ (এক) ক্রেডিট-আওয়ার ও প্রতি ০৩ (তিন) পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাস ০১ (এক) ক্রেডিট-আওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। ০১ (এক) ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর;

১.৭ এ প্রবিধান ২০২২ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদশে কারগিরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণাধীন "অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স" শিক্ষাক্রম পরিচালিত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হবে;

১.৮ কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিল্প-কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষাক্রমে নতুন টেকনোলজি সংযোজন করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত টেকনোলজির ক্রেডিট ও সময়সীমা বিদ্যমান/প্রচলিত টেকনোলজির অনুরূপ হতে হবে;

১.৯ এ শিক্ষাক্রম কাঠামোতে কোনো টেকনোলজির বিষয়/বিষয়সমূহের পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং কাঠামোর তালিকায় নতুন বিষয়/বিষয়বস্তু সংযোজন এবং চাহিদা নেই এরূপ বিষয়/বিষয়বস্তু প্রত্যাহার করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২. **ভর্তির নিয়মাবলি:**

২.১ অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;

২.২ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ভর্তি কমিটির সুপারিশকৃত নীতিমালা অনুসারে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ১ম পর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে;

২.৩ ভর্তির ক্ষেত্রে বয়স ও পাসের সন শিথিলযোগ্য।

৩. **নিবন্ধন (Registration) -এর নিয়মাবলি:**

৩.১ প্রথম পর্বে ভর্তির পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নিবন্ধন তথ্য ফরম (RIF) পূরণ করে বা বোর্ড নির্দেশিত পদ্ধতিতে Online-এর মাধ্যমে তথ্য ফরম পূরণ করে নির্ধারিত ফি বোর্ডের অনুকূলে প্রদানপূর্বক ক্লাস শুরুর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত করতে হবে;

৩.২ নিবন্ধনের মেয়াদ হবে ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ০২ (দুই) শিক্ষাবর্ষ;

৩.৩ নিবন্ধনের মেয়াদ থাকা অবস্থায় কোনো শিক্ষার্থী এ শিক্ষাক্রমে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান -এর অনুমতিক্রমে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফি (রিটেনশন ফি) পরিশোধ করে রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে নিবন্ধনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে এ নবায়নের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর এবং এ সুযোগ শুধুমাত্র একবারই গ্রহণ করা যাবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করেও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এ নিবন্ধনের আওতায় অধ্যয়নের আর কোনো সুযোগ পাবে না;

৩.৪ ১ম পর্বের কোনো শিক্ষার্থী কাম্য উপস্থিতি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অথবা শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো কারণে ১ম পর্বের বোর্ড সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে উক্ত শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে;

৩.৫ শিক্ষা কার্যক্রম পরিপন্থি কোনো কাজের সাথে জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নিবন্ধন স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পর্বের গুরুত্ব:

৪.১ অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষাক্রমের (সকল টেকনোলজি) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পর্বের গুরুত্ব ৪.২ এবং ৪.৪ ধারা মোতাবেক নির্ধারিত হবে;

৪.২ গ্রেডিং পদ্ধতি (The Grading System):

প্রতি পর্বে একজন শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট (GP) অর্জন করবে। নিম্নবর্ণিত নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট প্রদান করা হবে:

প্রাপ্ত নম্বর	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
৮০% এবং এর উপর	A^{+}	4.00
৭০% থেকে ৭৯%	A	3.50
৬০% থেকে ৬৯%	A^{-}	3.00
৫০% থেকে ৫৯%	B+	2.50
৪০% থেকে ৪৯%	B	2.00
৪০% এর নিচে	F	00.00

৪.৩ গড় গ্রেড পয়েন্ট হিসাব পদ্ধতি (Calculation of GPA):

নিম্নে একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ভিত্তিক GPA হিসাব পদ্ধতি দেখানো হল (১ম পর্ব)

বিষয় কোড	বিষয়ের নাম	T	P	C	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)	(C×GP)
2211	Computer Fundamental & Operating System	2	6	4	A+	4	16.00
2212	Application Package & Office Automation	0	9	3	A+	4	12.00
2213	Programming Language	2	6	4	A-	3	12.00
2214	Data Structure & Algorithm	1	3	2	A-	3	6.00
2215	Creative Graphic Design	0	9	3	A-	3	9.00
2216	Business English	1	3	2	A+	4	8.00
		∑C =		18	∑C×GP =		63

$$GPA = \frac{\sum C \times GP}{\sum C} = \frac{63}{18} = 3.50$$

নিম্নে একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ভিত্তিক GPA হিসাব পদ্ধতি দেখানো হল (২য় পর্ব)

বিষয় কোড	বিষয়ের নাম	T	P	C	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)	(C×GP)
2221	Data Communication & Networking	2	9	5	A+	4	20
2222	Database Management System	1	9	4	A+	4	16
2223	Web & Mobile Application Development	1	12	5	A+	4	20

2224	Internet & Web Technology, Online Outsourcing	1	6	3	A+	4	12
2225	System Analysis & Design	1	0	1	A+	4	4
		∑C =		18	∑C×GP =		72

$$\mathbf{GPA} = \frac{\sum C \times GP}{\sum C} = \frac{72}{18} = 4.00$$

৪.৪ **পর্ব ভিত্তিক GPA -এর গুরুত্ব:**

১ম পর্ব (সেমিস্টার)	৪০%
২য় পর্ব (সেমিস্টার)	৬০%
=	১০০%

৪.৫ **CGPA (Cumulative Grade Point Average) হিসাব পদ্ধতি:**

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক GPA	গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ
১ম	৩.৫০	৪০%	১.৪০
২য়	৪.০০	৬০%	২.৪০
		CGPA =	৩.৮০

৫. **পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়নের সাধারণ নিয়মাবলী:**

৫.১ কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে মোট অনুষ্ঠিত ক্লাশের শতকরা ৮০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে পর্ব মধ্য এবং পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য কারণে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বিষয়ক পরিষদ সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ উপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা তথ্য ফরম (EIF) পূরণের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্লাসের ভিত্তিতে হাজিরা হিসাব করতে হবে। নির্ধারিত হাজিরা না থাকার কারণে যারা পর্ব মধ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না, তাদের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ থাকবে না;

৫.২ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন হবে;

৫.৩ সকল পর্বে প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের মোট নম্বরের ৪০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৬০% পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে;

৫.৪ সকল পর্বে প্রতিটি বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের মোট নম্বরের ৫০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৫০% পর্ব সমাপনী/ চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে;

৫.৫ সকল পর্বে অনুষ্ঠিতব্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে;

৫.৬ সকল পর্বের প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের জন্য অনুষ্ঠিতব্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় পাস নম্বর হবে পৃথকভাবে শতকরা ৪০;

৫.৭ সকল পর্বে ধারাবাহিক মূল্যায়নে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অংশে পৃথকভাবে পাস নম্বর পেলে পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না;

৫.৮ ১ম ও ২য় পর্বের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বোর্ড হতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কেন্দ্র সচিব এর নিকট প্রেরিত হবে;

৫.৯ তত্ত্বীয় বিষয়/কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের লিখিত পরীক্ষার মূল্যায়ন নম্বর ২৫ (পঁচিশ) বা এর তদুর্ধ্ব হলে পরীক্ষার সময় ০২ (দুই) ঘন্টা এবং মূল্যায়ন নম্বর ৫০ (পঞ্চাশ) বা এর তদুর্ধ্ব হলে পরীক্ষার সময় ০৩ (তিন) ঘন্টা নির্ধারিত হবে। ব্যবহারিক বিষয়/কোনো বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের পরীক্ষার সময় হবে ০৩ (তিন) ঘন্টা। অর্থাৎ

পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার সময় হবে ০১ (এক) ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য ০২ (দুই) ঘন্টা এবং একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য ০৩ (তিন) ঘন্টা;

৫.১০ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ (মোট নম্বরের শতকরা হার):

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	প্রকৃত ৫০% ধরে	১০০% ধরে
ব্যবহারিক কাজ	২৫%	৫০%
সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন	১৫%	৩০%
মৌখিক পরীক্ষা	৮%	১৬%
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	২%	৪%

৫.১১ কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানে পর্ব সমাপনী/ চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবশ্যই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। নীতিমালা মোতাবেক গঠিত কমিটির সকল সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা থাকবে। কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান প্রধান গঠিত কমিটির মাধ্যমে পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষাসহ এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে;

৫.১২ ১ম ও ২য় পর্বের সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার লিথোযুক্ত উত্তরপত্রসহ অন্যান্য পরীক্ষা সামগ্রী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কেন্দ্র সচিব বরাবর সরবরাহ করা হবে;

৫.১৩ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী এ শিক্ষাক্রমের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত/পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে বোর্ড এ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি সংশোধন করতে পারবে।

৬. ধারাবাহিক মূল্যায়নের নিয়মাবলী

৬.১ সকল পর্বে প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের মোট নম্বরের ৪০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৬০% পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে। তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর পর্ব মধ্য পরীক্ষা, ক্লাস টেস্ট, কুইজ টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট ও উপস্থাপনা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও আচরণ ও উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত থাকবে। ন্যূনতম ০২ (দুই) টি ক্লাস টেস্ট ও ০২ (দুই) টি কুইজ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। সকল পর্বে প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	প্রকৃত ৪০% ধরে	১০০% ধরে
পর্ব মধ্য পরীক্ষা	২০%	৫০%
ক্লাস টেস্ট (শ্রেণি অভিক্ষা)	৬%	১৬%
কুইজ টেস্ট (স্বল্প সময়ে ও অঘোষিত শ্রেণি পরীক্ষা)	৪%	১০%
অ্যাসাইনমেন্ট ও উপস্থাপনা	৪%	১০%
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও আচরণ	২%	৪%
উপস্থিতি	৪%	১০%
উপস্থিতি হার নির্ধারণ		
৯৫%-১০০%	১০%	-
৯০%-৯৪%	৯%	-
৮৫%-৮৯%	৮%	-
৮০%-৮৪%	৭%	-

৬.২ সকল পর্বের প্রতিটি বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের মোট নম্বরের ৫০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৫০% পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে। ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর জব/এক্সপেরিমেন্ট, জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট, মৌখিক পরীক্ষা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও আচরণ এবং উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত থাকবে। সকল পর্বের প্রতিটি বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	প্রকৃত ৫০% ধরে	১০০% ধরে
জব/এক্সপেরিমেন্ট	২৫%	৫০%
জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	১২%	২৪%
মৌখিক পরীক্ষা	৫%	১০%
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও আচরণ	৩%	৬%
উপস্থিতি	৫%	১০%
উপস্থিতি হার নির্ধারণ		
৯৫%-১০০%	১০%	-
৯০%-৯৪%	৯%	-
৮৫%-৮৯%	৮%	-
৮০%-৮৪%	৭%	-

৬.৩ পর্ব মধ্য পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট পর্বের ৮ম সপ্তাহে সম্পন্ন হবে;

৬.৪ প্রতিষ্ঠানে পর্ব মধ্য পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কেন্দ্র সচিব করে ন্যূনতম ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে। গঠিত কমিটির সকল সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা থাকবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে। কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান প্রধান গঠিত কমিটির মাধ্যমে তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন,ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরীক্ষাসহ এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে;

৬.৫ প্রতিষ্ঠান প্রধান পর্ব মধ্য পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করবেন;

৬.৬ তত্ত্বীয় বিষয়/কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের পর্ব মধ্য পরীক্ষার সময় হবে ০১ (এক) ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য ০১ (এক) ঘন্টা ও একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য দেড় ঘন্টা;

৬.৭ পর্ব মধ্য পরীক্ষার জন্য তাত্ত্বিক অংশে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালকের নিকট জমা দিবেন। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালক প্রশ্নপত্র মডারেশন কমিটি গঠন করবেন। কমিটি প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র মডারেশন করে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালকের নিকট জমা দিবেন;

৬.৮ বিষয় শিক্ষকগণ ক্লাস টেস্টের তারিখ, সময় ও স্থান পূর্বেই শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করবেন। ৫ম ও ১৩তম সপ্তাহে ক্লাস টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। কুইজ টেস্টসমূহ ক্লাস চলাকালীন যে কোনো সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে;

৬.৯ বিষয় শিক্ষকগণ অনুষ্ঠিত ক্লাস ও কুইজ টেস্ট এবং মধ্য পর্ব পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নম্বরপত্র এবং পরীক্ষিত উত্তরপত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালক বরাবর জমা দিবেন। অধ্যক্ষ/পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য ফলাফল নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৬.১০ তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়নে তত্ত্বীয় বিষয়/কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের উপর শিক্ষার্থীবৃন্দ নিজে অ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা প্রদান করবেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীবৃন্দ যাতে স্ব-স্ব অ্যাসাইনমেন্ট শ্রেণি কক্ষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনা করতে পারে সে বিষয়ে বিষয় শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিষয় শিক্ষকগণ জমাকৃত অ্যাসাইনমেন্ট ও উপস্থাপনার উপর নির্ধারিত নম্বর অনুযায়ী ফলাফল প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালক বরাবর জমা দিবেন;

৬.১১ ধারাবাহিক মূল্যায়নে ব্যবহারিক বিষয়/কোনো বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের উপর বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ও উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীবৃন্দ নিজে প্রয়োজনীয় জব/এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাবেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ হাতে-কলমে কাজ শিখবেন, প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ বাস্তব অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানের আলোকে জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট নিজে প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ যাতে স্ব-স্ব অ্যাসাইনমেন্ট শ্রেণি কক্ষ/ল্যাবে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনা করতে পারে সে বিষয়ে বিষয় শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিষয় শিক্ষকগণ জমাকৃত অ্যাসাইনমেন্ট ও উপস্থাপনার উপর নির্ধারিত নম্বর অনুযায়ী ফলাফল প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালক বরাবর জমা দিবেন;

৬.১২ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন,অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও আচরণ এবং উপস্থিতির ক্ষেত্রে যথার্থ মুল্যায়ন ও নম্বর প্রদানে বিষয় শিক্ষকগণ ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালক সচেষ্ট থাকবেন;

৬.১৩ ১ম ও ২য় পর্ব সমাপনান্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালক বোর্ড নির্ধারিত সময় ও তথ্য ছক মোতাবেক বিষয় শিক্ষক/অভ্যন্তরিণ পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন নম্বর বোর্ডে প্রেরণ করবেন;

৬.১৪ তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পর্ব মধ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, সকল শিক্ষার্থীদের পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত উত্তরপত্র, অনুষ্ঠিত ক্লাস টেস্ট ও কুইজ টেস্ট -এর যথার্থ ডকুমেন্টস/প্রমাণক, মূল্যায়নকৃত অ্যাসাইনমেন্ট ও উপস্থাপনা, গৃহীত মৌখিক পরীক্ষা ও ক্লাস উপস্থিতিসহ সকল প্রকার ডকুমেন্টস প্রমাণক হিসেবে পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নির্দেশিত হলে তা যাচাই করার জন্য বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৬.১৫ ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নকৃত জব/এক্সপেরিমেন্ট, জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট, অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষা ও ক্লাস উপস্থিতিসহ সকল ডকুমেন্টস প্রমাণক হিসেবে পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নির্দেশিত হলে তা যাচাই করার জন্য বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

৭. **পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়নের নিয়মাবলী:**

৭.১ ১ম পর্ব সমাপনান্তে ১ম পর্ব বোর্ড সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং ২য় পর্ব সমাপনান্তে ২য় পর্ব বোর্ড সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। উভয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি (রুটিন) প্রণয়ন ও পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচন করে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;

৭.২ ১ম ও ২য় পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার তাত্ত্বিক অংশের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কেন্দ্র সচিব অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ইনভিজিলেটর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য অভ্যন্তরীণ সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক/বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবেন। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ব্যবহারিক অংশের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অনাভ্যন্তরীণ সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক/বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবেন;

৭.৩ ১ম ও ২য় পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়ের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখ ও দিনের পরীক্ষা শেষে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কেন্দ্র সচিব ঐ তারিখ ও দিনই উত্তরপত্রসমূহ সীল গালা করে বীমাকৃত পার্সেল ডাকযোগে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করবেন। তবে কোনো কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন উত্তরপত্রসমূহ প্রেরণে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কেন্দ্র সচিব সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করে সীল গালাকৃত উত্তরপত্রসমূহ থানা/ট্রেজারীতে সংরক্ষণ করবেন এবং জিডির কপিসহ পরের দিন সীল গালাকৃত উত্তরপত্রসমূহ বীমাকৃত পার্সেল ডাকযোগে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করবেন;

৭.৪ অনুষ্ঠিত ১ম ও ২য় পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার উত্তরপত্রসমূহ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচিত পরীক্ষক ও নিরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে;

৭.৫ অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে ১ম ও ২য় পর্বের ব্যবহারিক বিষয়ের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা তদারকি করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার্থীদের নম্বর প্রদান করবেন। অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজ, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা/মূল্যায়ন করবেন। অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে নম্বর প্রদান করবেন। এ বিষয়ে মতানৈক দেখা দিলে অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক মূল্যায়িত নম্বর বোর্ড নির্ধারিত নম্বরপত্রে লিপিবদ্ধ করে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৭.৬ তত্ত্বীয় ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর ও তত্ত্বীয় পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর ও ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং বাস্তব প্রশিক্ষণ বিষয় (২য় পর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এ প্রাপ্ত নম্বর একত্র করে বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ফলাফল প্রস্তুত এবং যথারীতি ফলাফল প্রকাশ করা হবে;

৭.৭ ১ম পর্বের সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অনধিক ০২ (দুই) টি বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ঐ বিষয়/বিষয়াংশে উত্তীর্ণ হলে তাকে ১ম পর্বে কৃতকার্য ঘোষণা করা হবে। কিন্তু ১ম পর্বের বিষয়/বিষয়াংশে কৃতকার্য হওয়া ব্যতিরেকে ২য় পর্বের সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার বিষয়সমূহে কৃতকার্য হলে তার ২য় পর্বের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। তবে ১ম ও ২য় পর্বের সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে তার সনদ প্রদান করা হবে।

৮. **কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণ (শিল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি):**

৮.১ ২য় পর্ব বোর্ড সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার পরে শিক্ষার্থীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ০৮ (আট) সপ্তাহ ব্যাপী বাস্তব প্রশিক্ষণ (শিল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি) গ্রহণ করবেন। বাস্তব প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট শিল্প/প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত প্রতিনিধি নির্ধারিত নম্বর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ বিষয়ে মূল্যায়ন করবেন এবং নম্বর প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ যাতে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র সচেষ্ট থাকবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র বাস্তব প্রশিক্ষণ বিষয়টির মূল্যায়িত নম্বর বোর্ড নির্ধারিত নম্বরপত্রে লিপিবদ্ধ করে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করবেন;

৮.২ টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ সম্ভব না হলে বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে বিকল্প হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্প কাজের মাধ্যমে ইহা সম্পন্ন করতে হবে;

৮.৩ শিক্ষার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দাখিলকৃত শিল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তির বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন -এর ন্যূনতম ১০% (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বরসহ) আবশ্যিকভাবে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৯. **পুনঃভর্তি:**

৯.১ কোনো শিক্ষার্থী ১ম পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২য় পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকলে ঐ শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে পরপর সর্বাধিক ০২ (দুই) বার ২য় পর্বে পুনঃভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। পর্ব শুরুর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে পুনঃভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। তবে এক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফি (রিটেনশন ফি) পরিশোধ করতে হবে;

৯.২ ২য় পর্বে ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না। তবে যে শিক্ষাবর্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য হয়েছে তার অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে ২য় পর্বে পুনঃভর্তি হতে পারবে। পর্ব শুরুর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে পুনঃভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ২য় পর্বে পুনঃভর্তির এ সুযোগ কেবলমাত্র একবারই গ্রহণ করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফি (রিটেনশন ফি) পরিশোধ করতে হবে;

৯.৩ ২য় পর্বের কোনো শিক্ষার্থী কাম্য উপস্থিতি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অথবা শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো কারণে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থী অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে ২য় পর্বে পুনঃভর্তি হতে পারবে। পর্ব শুরুর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে পুনঃভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ২য় পর্বে পুনঃভর্তির এ সুযোগ কেবলমাত্র একবারই গ্রহণ করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফি (রিটেনশন ফি) পরিশোধ করতে হবে।

১০. **অনিয়মিত শিক্ষার্থী:**

১০.১ কোনো শিক্ষার্থী ১ম পর্বের সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অনধিক ০৩ (তিন) বিষয়ে অকৃতকার্য হলে ২য় পর্বে অধ্যয়ন করতে পারবে। উক্ত শিক্ষার্থীকে পরবর্তী পর্বের পরীক্ষার সময় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ১ম পর্বের অনুত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে তাঁকে প্রতি বিষয়ের জন্য কেন্দ্রের নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে;

১০.২ ১ম পর্বের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় ০৪ (চার) বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার সময় ১ম পর্বের অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরূপ শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রের নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে। এ সুযোগ পরবর্তী ০১ (এক) শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে;

১০.৩ ২য় পর্বের পর্ব সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্বের সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার সময় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে তার অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে প্রতি বিষয়ের জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে;

১০.৪ অনিয়মিত পরীক্ষার্থীগণ ধারাবাহিকভাবে বা পর্যায়ক্রমে বোর্ড সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তাকে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফিসহ প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করতে হবে। এ সুযোগ নিবন্ধন (Registration) -এর মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

১১. **সনদ প্রদান:**

১১.১ ১ম ও ২য় পর্বের সমাপনী/চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় সকল বিষয়ে কৃতকার্য হলে প্রাপ্ত CGPA -এর ভিত্তিতে বোর্ড নির্ধারিত বিন্যাস অনুযায়ী ফলাফল সংকলন করে অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্সের সনদপত্র প্রদান করা হবে;

১১.২ সনদপত্রের নাম হবে Advanced Certificate in (সংশ্লিষ্ট টেকনোলজির নাম);

১১.৩ ১ম ও ২য় পর্বের ট্রান্সক্রিপ্ট ইংরেজি ভাষায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে;

১১.৪ সাময়িক সনদ/মূল সনদপত্র শিক্ষাক্রমের মেয়াদ উল্লেখসহ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রদান করা যাবে।

১২. **পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলা বিধি:**

১২.১ বোর্ড অনুমোদিত পরীক্ষানুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলা বিধি ও উপবিধি এই শিক্ষাক্রমের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৩. **প্রাধিকার:**

১৩.১ এ প্রবিধানের কোনো ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।